সোমবার, ১২ ডিসেম্বর ২০১১

একসঙ্গে চলছে সিডিএর ২ হাজার কোটি টাকার ২২ প্রকল্পের কাজ
উন্নয়নের উ□সব নগরীতে

সাইফুল আলম : চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরাজমান বন্ধ্যাত্ব কাটতে শুরু করেছে। নগরীর মধ্যবর্তী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় একই সঙ্গে চলছে ২২টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ। এসব প্রকল্পের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে ৪টি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ, সড়ক সমপ্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ।

দলমত ভুলে উন্নয়ন ইস্যুতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন নগরবাসীও। নিজের দোকান, বাড়ি-ঘর নিজ হাতে ভেঙ্গে রাস্তার জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন তারা। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগার আশায় বঞ্চিত নগরবাসী যেনো আত্মত্যাগের মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তবে বিশেষজ্ঞগণ ফ্লাইওভার প্রকল্পের ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শহরের মধ্যস্থিত ফ্লাইওভার যেখানে ভেঙ্গে ফেলছে, সেখানে আমাদের দেশে জঞ্জাল বাড়াতে শহরের মধ্যে ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া কাজের মান রক্ষায় একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করে তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজ তদারকি ও বুঝে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞগণ। খবর নিয়ে জানা যায়, ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে সিডিএ। এর মধ্যে প্রায় ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সিডিএ ইতিমধ্যে চারটি সড়কের উন্নয়ন ও সমপ্রসারণ এবং সিডিএ পাবলিক স্কুল ও কলেজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২শ শিক্ষার্থী পড়ালেখার সুযোগ পাবেন। সিডিএ সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে নগরীতে যেসব সড়কের উন্নয়ন ও সমপ্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেসব সড়ক হলো : ২৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ব্যয়ে কোতোয়ালী থেকে কবি নজরুল ইসলাম সড়ক হয়ে ফিরিঙ্গি বাজার। একই অর্থ ব্যয়ে সদরঘাট থেকে ফিরিঙ্গিবাজার হয়ে মাঝিরঘাট এবং ২৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকা ব্যয়ে বায়েজিদ বোস্তামী রোড। এছাড়া, ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোড এবং ৫ কোটি টাকায় নির্মিত হয়েছে সিডিএ পাবলিক স্কুল ও কলেজ। সিডিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা যায়, টাকার অংকে সবচেয়ে বড় প্রকল্প হচ্ছে জাইকা ও সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় পতেঙ্গা থেকে সাগরিকা স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম শহর রক্ষা বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫৬ কোটি টাকা। এরমধ্যে সরকার প্রদান করবে ১৭৬ কোটি টাকা এবং মাত্র দশমিক ৩১ শতাংশ সুদে জাইকা ৬৮১ কোটি টাকা প্রদান করবে। তবে সিডিএ চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম জানান, নির্ধারিত ব্যয় থেকে টাকা সাশ্রয় করে রিং রোডটি ফৌজদারহাট পর্যন্ত সমপ্রসারণের ব্যাপারে জাইকার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়াও পাওয়া গেছে। সিডিএর দাবি, রিং রোডটি করা গেলে চট্টগ্রামের চেহারা আমূল পাল্টে যাবে। চট্টগ্রাম ইপিজেড, কর্ণফুলী ইপিজেড, শাহ আমানত বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, নেভি পোর্ট, তেলসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে। শহরের মধ্যে যানজট অনেক কমে যাবে। সিডিএর উদ্যোগে বর্তমানে নগরীতে ১৬টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে রয়েছে: ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার, ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাপাসগোলা রোডের সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন, ৪০ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ব্যয়ে পাঠানটুলী রোডের সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন (ডিটি রোড জংশন হতে শেখ মুজিব রোড পর্যন্ত), ৮৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ঢাকা ট্রাংক রোডের সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন (দেওয়ানহাট জংশন হতে অলংকার মোড় পর্যন্ত), ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সাগরিকা রোডের সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন, ৫৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে হাটহাজারী রোডের সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন (অলি খাঁ মসজিদ থেকে মুরাদপুর জংশন পর্যন্ত), ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজিএমইএ ডরমেটরি, ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্দরকিল্লা হতে লালদিঘি পাড় সড়ক, ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নক্সাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোড, ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে সল্টগোলা শপিং কমপ্লেক্স, ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিডিএ স্কয়ার ২শ' ফ্ল্যাট প্রকল্প, ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে কাজির দেউড়ি বাজার ও ফ্ল্যাট প্রকল্প এবং নিউ মার্কেটের এ ও বি ব্লক প্রকল্প। এছাড়া, সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা ব্যয়ে মুরাদপুর থেকে জিইসি মোড় জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং ৫৮ কোটি ৮৯ লাখ কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে মাটি পরীক্ষা (সয়েল টেস্ট) ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে সিডিএর মাস্টার প্ল্যান তৈরি এবং এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন একাধিক বিশেষজ্ঞ ফ্লাইওভার নির্মাণের ঘোর বিরোধিতা করে বলেছেন, ফ্লাইওভার কোন সমাধান হতে পারে না। এটি শুধু জঞ্জালই বাড়াবে। সিডিএর বৃহদায়তন ও বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের জেনারেল সেক্রেটারি নাজমুল লাতিফ সোহাইল বলেন, গবেষকদের মতে, ফ্লাইওভার উপর দিয়ে মাত্র ৪ শতাংশ গাড়ি চলাচল করবে। সেই অর্থে ফ্লাইওভার খাতে বরাদ্দের সব টাকাই জলে যাবে। সিডিএ সূত্র আরো জানায়, খুব শীঘ্রই আরো তিনটি প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। এর মধ্যে রয়েছে: ২০ কোটি বহদ্দারহাট হতে কালুরঘাট সড়ক, মুরাদপুর হতে অক্সিজেন (১৪ কোটি) ও কাপ্তাই রাস্তার মাথায় সিডিএ ওম্যান কলেজ (১০ কোটি টাকা)। বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, রাস্তা সমপ্রসারণ কাজে জনগণ অনেকটা স্বত:স্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছেন। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত নগরবাসী উন্নয়নের খবরে নিজের বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ফেলছেন। ক্ষতিপূরণের টাকার অপেক্ষায় না থেকে রাস্তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন। আবার ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। সিডিএর সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে আলাপ করে জানা গেছে, জায়গা ছেড়ে দেয়ার পর মালিকানার উপযুক্ত দলিলসহ আবেদন করতে হবে। যাচাই বাছাইয়ের পর প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। পাহাড়তলী চালের বাজারের দোকান মালিক মুরাদ জানান, রাস্তার উভয়পাশে আমার ১৪টি দোকান রয়েছে। এসব দোকানের সামনের অংশের ৫/৬ ফুট রাস্তার জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এই জায়গার ক্ষতিপূরণের টাকা কিভাবে, কোথা থেকে পাওয়া যাবে, জানি না। দোকান মালিক মুরাদ সংশয় প্রকাশ করে বলেন, সিডিএর লোকজন দোকান ভেঙ্গে ফেলার পর ক্ষতিপূরণের টাকার জন্য দরখাস্ত করার কথা বলছেন। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলা স্থাপনার টাকা কি সিডিএ দেবে?' পাহাড়তলী আবুল বিড়ি ফ্যাক্টরি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মালিক শাহাবুদ্দীন বলেন, 'রাস্তা সমপ্রসারণ হলে শহরের উন্নয়ন হবে। আমাদের বাড়ি ঘরের 'ভ্যালু' অনেক বাড়বে। তাই নিজেরাই স্থাপনা ভেঙ্গে রাস্তা সমপ্রসারণের সুযোগ করে দিচ্ছি।' একই মত প্রকাশ করে পাঠানটুলী এলাকার দোকান মালিক মো. মোস্তফা বলেন, নিজের বাড়ি ভেঙ্গে ফেলছি, কষ্টতো হচ্ছেই। কিন্তু শহরের উন্নয়নের জন্য এই কষ্ট 'হজম' করছি। এ সময় আশপাশের আরো কয়েকজন দোকান মালিক অভিযোগ করে বলেন, তারা সিডিএ থেকে জায়গা ছেড়ে দেয়ার কোন নোটিশ পান নি।